খামযায়দিন

তারিখ ... 3 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক ও দ্বাদশ নিয়ে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা

যায্যাদি রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। এতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদন গ্রহণ করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন শুরু হবে বলে জানান। কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমানের নেতৃত্বে কমিটির সদস্যরা বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন।

ডিসেম্বরের মধ্যেই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন শুরু হবে : শিক্ষামন্ত্রী

কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, মাধ্যমিক স্তরকে নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত করা, সব ধারার পাঠ্যসূচিতে কিছু অভিন্ন বিষয় বাধ্যতামূলক এবং একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার পর ৮ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা প্রথমে ১৬ থাকলেও পরে দুজনকে কো-অপ্ট করা হয়।

ব্যবস্থা : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ব্যবস্থা : শিক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবেদনে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি ও মাদ্রাসাসহ দেশের প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর আলাদা অধ্যায় রয়েছে।

চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এতে প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ২০১২ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০১৫ সালের মধ্যে সাত বছর এবং ২০১৮ সালের মধ্যে আট বছর করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

প্রাথমিক স্তরের সব ধারায় নির্ধারিত বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। এসব মৌলিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলা, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান। এসব বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।

নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী সমাপ্তকারী সব ছাত্রছাত্রী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে। এ পাবলিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়ার সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, দশম শ্রেণীর পর এসএসসি পরীক্ষা নয়, হবে বৃত্তি পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে দ্বাদশ শ্রেণী শেষে। আর মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এ জন্য উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হলেও এর মধ্যে তিনটি ভাগ রয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক, নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর।

প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিক স্তরের তিন ধারা অর্থাৎ সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারায় কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার সুপারিশ করে শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষাসহ জাগতিক কিছু বিষয় শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে অভিন্ন পাঠ্যসূচির আওতায় বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।

বর্তমানে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় (ইসলাম) শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে এক ও অভিন্ন পাঠ্যসূচি অনুসরণ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকেন্দ্রীকরণসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেছে এ কমিটি।

প্রতিবেদনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব বিশাল হওয়ায় এর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এজন্য দেশের প্রত্যেক বিভাগে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করে এর কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সরকারের একটি কমিটিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছয়টি বিভাগে ছয়টি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাসহ মাধ্যমিক স্তরের সব ধারায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম চালুর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আর দেশের সব শিক্ষার্থীকে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।

এতে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পলিটেকনিক, টেক্সটাইল, লেদার ইন্সটিটিউটসহ এ ধরনের ইন্সটিটিউটের সংখ্যা বাড়ানোরও পরামর্শ দেয়া হয়।

এছাড়া একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে বলেও জানান খলীকুজ্জমান।

এ সম্পর্কে বলা হয়, স্থায়ী এ কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরামর্শদানকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। বিভিন্ন স্তর ও ধারায় শিক্ষানীতির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা, এ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকার ও জাতীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন ও সুপারিশ প্রণয়নই হবে এ কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব।